বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন বিভাগসমূহের বার্ষিক (২০১৬-১৭) প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় **আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা: ০৮টি**

প্রতিবেদনাধীন বছর ঃ ২০১৬-২০১৭ **প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ: ২৫ জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ**

(১) প্রশাসনিকঃ

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে) ঃ

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়	৩০০	২১৯	৮১	৩৯	
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	১৬৩৯	৯৯৪	৬২৭	২৮৪	
মোট	**১৯৩৯**	**১২১৩**	**৭০৮**	**৩২৩**	

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস ঃ

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	২৭	১৩৩	৬৭	২৯০	১৯১	৭০৮

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূণ্য নেই।

১.৪ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান ঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩	১১	২৪	১৮	৩২	৫০	-

১.৫ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে) ঃ

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	১০	-	-	-

১.৬ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে) ঃ

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
৫৮ দিন	৩৮ দিন	-	২০ দিন	-

(২) অডিট আপত্তি ঃ

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত) ঃ

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(১)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-
(২)	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	১০	০.৪৮	১০	০৫	০.০৪	০৫	০.৪৪
(৩)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	১১৩	১৫৮.৮৭	১১৩	০৯	২৩.৮৮	১০৪	১৩৪.৯৯
(৪)	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	৬৫	৭৬.৬৮	-	০৯	৩৩.৮২	৪৭	৪২.৮৬
(৫)	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	৪৯৮	২৩৮.৭০	৪৩	২৩	১.৬৯	৪৭৫	২৩৭.০১
(৬)	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	১৪	০.৫৮৬	১৪	১০	০.৩৫৫৪	০৪	০.২৩০৬
(৭)	যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়	১০	৮৫.৩৬	১০	০১	০.২২	০৯	৮৫.৩৪
(৮)	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	০৮	০.০৮২৫	০৮	০৮	০.০৮২৫	-	-
	সর্বমোট	**৭১৮**	**৫৬০.৭৬**	**১৯৮**	**৬৫**	**৬০.০৯**	**৬৪৪**	**৫০০.৮৭**

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা) ঃ

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৬-১৭) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভুত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
১৭	০৩	০৩	০১	০৭	১০

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত) ঃ

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১	৮০	-	৮১	০৮

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত) ঃ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
১৩১ টি	৭০৬ জন

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৬-১৭) ২৭টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ হয়।

৫.৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তা ৮৯ জন।

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত) ঃ

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
৭৮১	১,০৯,৯৫২

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত) ঃ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৩৮	আছে	আছে	নাই	১৯৭	২৯০

(৮) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট ঃ

৮.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত তালিকা ঃ

(ক) রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ এর ইংরেজী সংস্করণ প্রণীত হয়েছে।
(খ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন-২০১৫ প্রণীত হয়েছে।
(গ) চা আইন ২০১৬ প্রণীত হয়েছে।
(ঘ) চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন ২০১৬ প্রণীত হয়েছে।
(ঙ) চা আমদানি লাইসেন্স বিধিমালা ২০১৬ প্রণীত হয়েছে।
(চ) চা ও চামড়া উন্নয়নে পথ নকশা প্রণীত হয়েছে।
(ছ) চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানি বিষয়ে নীতিমালা প্রণীত হয়েছে।
(জ) সৌর শক্তি নীতিমালা প্রণীত হয়েছে।
(ঝ) এপিআই খাতের নীতিমালা প্রণীত হয়েছে।
(ঞ) আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে ২য় থেকে ৪র্থ শ্রেণীর জনবল নিয়োগবিধি প্রণীত হয়েছে।

৮.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ঃ

৮.২.১ <u>বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি সংক্রান্ত প্রতিবেদনঃ</u>

বিশ্বমন্দার ঘোর অন্ধকার সময়ে বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রদর্শন, বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার 'দিন বদলের সনদ' স্লোগানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সরকার রুপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং পরিপূর্ণ ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে সরকার বিশ্বমন্দার কবল থেকে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা এবং রপ্তানি সম্প্রসারণসহ ব্যবসা ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি-বিধানের আলোকে প্রতি তিন বছর পর পর দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা করে উদার ও যুগোপযোগী ব্যবসাবান্ধব আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে আসছে। এতে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্প বিকশিত হচ্ছে অন্যদিকে রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের ভিশন, মিশন এবং দিনবদলের সনদ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে চলেছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণপূর্বক তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা,

ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা, ভেজাল প্রতিরোধে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সঠিক সময়ে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। ফলে, পণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এবং সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে।

৮.২.২ দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখাঃ

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার হাতিয়ার হিসেবে দ্রব্যমূল্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের 'দ্রব্যমূল্য পর্যালোচনা ও পূর্বাভাস সেল' প্রতিদিন বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি সংগ্রহ করে থাকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আর্ন্তজাতিক বাজার পরিস্থিতি, চাহিদা নির্ণয়, স্থানীয় উৎপাদন, মজুদ পরিস্থিতি, আমদানির পরিমাণ এবং এ সংক্রান্ত এলসি নিষ্পত্তিকরণ তথ্যসহ অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাজার দরের তুলনামূলক বিশ্লেষণপূর্বক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকারের করণীয় নির্ধারণের সহায়ক হিসেবে এ পূর্বাভাস সেল সফলভাবে কাজ করে আসছে। অধিকন্তু, দেশব্যাপী নিয়মিতভাবে বাজার মনিটরিং এবং ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে সমুদ্র ও স্থল বন্দরে পণ্য দ্রুত শুল্কায়ন ও খালাস, অভ্যন্তরীণ নৌ ও সড়ক পথে পণ্যের অবাধ পরিবহন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

পণ্যমূল্য ও বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাজার হস্তক্ষেপের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে টিসিবিকে শক্তিশালী করা হয়েছে। টিসিবির অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা থেকে ১,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ সালে গুদামের ধারণ ক্ষমতা ছিল ৯,৫৭০ মে.টন, এখন মোট ধারণ ক্ষমতা হলো ২৫,৪৫৩ মে.টন। সারাদেশে টিসিবির ডিলারের সংখ্যা ১৪০ জন হতে বৃদ্ধি করে ২,৮৩৭ জনে উন্নীত করা হয়েছে। ডিলারদের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে 'প্রতিযোগিতা কমিশন আইন ২০১২' প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

৮.২.৩ ব্যবসাবান্ধব নীতিঃ

বর্তমান সরকার ব্যবসাবান্ধব সরকার। সরকার ইতোমধ্যে ব্যবসাবান্ধব রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ ও আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ প্রণয়ন করেছে। ব্যবসাবান্ধব নীতি গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আমদানি সহজতর হয়েছে, অন্যদিকে স্থানীয় বাজারে এ সব পণ্যের মূল্য ও সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যবসাবান্ধব রপ্তানি নীতি গ্রহণের ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের ৭৪৪টি পণ্য ১৯৬টি গন্তব্যে রপ্তানি হচ্ছে। তাছাড়া, গত আট বছরে দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক ও দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে।

৮.২.৪ রপ্তানি উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাপূর্বক বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের স্থান সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে যুগোপযোগী ব্যবসাবান্ধব রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, রপ্তানি কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি রয়েছে। এ কমিটি রপ্তানি বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক পরামর্শ প্রদান করে থাকে। কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন, রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি নীতি অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সুফল দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) নেতৃত্বে রপ্তানিকারক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির দায়িত্বশীল ভূমিকার কারণে রপ্তানি বাণিজ্যের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ ও গৃহীতব্য ব্যবস্থা নির্ধারণ সহজতর হয়েছে।

সরকারের অব্যাহত বাণিজ্যিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টায়, বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় প্রচেষ্টায় জাপানে নিট পোশক রপ্তানির ক্ষেত্রে জিএসপি সুবিধার আওতায় রুলস অব অরিজিন ২ (দুই) স্তর থেকে ১ (এক) স্তরে

নামিয়ে আনা হয়। ফলে, জাপানে বাংলাদেশীয় পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতে জাপানে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে রপ্তানি আয় ছিল ৭৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১০১২.৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। তাছাড়া, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আগামী ডিসেম্বর ২০৩২ সাল পর্যন্ত রয়্যালটি ব্যতিরেকে ঔষধ উৎপাদন এবং বিপণনের সুযোগ লাভ করেছে। এই সুবিধা ঔষধ শিল্পের উন্নয়ন ও ঔষধ রপ্তানির বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করেছে।

রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পণ্যের গুণগতমান ও মোড়কজাতকরণ অতিব গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেশীয় উৎপাদনকারীদের এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলসমূহের কর্মকান্ড জোরদার ও সুসংহত করেছে। এছাড়া, নতুন রপ্তানি বাজার অন্বেষণের লক্ষ্যে অন্যতম বিপণন হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি'র সমন্বয়ে বাণিজ্য মিশন প্রেরণ অব্যাহত রয়েছে। রপ্তানি বিষয়ে সামগ্রিক সহায়তা প্রদান ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতে দুইটি করে উইংসহ ১৮টি দেশে মোট ২১টি বাণিজ্যিক উইং আছে। গত বছরে সিঙ্গাপুরে একটি নতুন বাণিজ্য উইং খোলা হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন বাণিজ্য উইং খোলা এবং জেনেভাস্থ বাণিজ্য উইং-এ জনবল বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে ৪৪ টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ, তীব্র প্রতিযোগীতাপূর্ণ বিশ্ব বাণিজ্যের সমান্তরাল রপ্তানি নীতি প্রণয়ন, রপ্তানি নীতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদানকৃত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাদির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে দেশের রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে ২০২১ সালে দেশের রপ্তানি আয় ৬০ (ষাট) বিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত কার্যক্রমের ফলে নতুন নতুন রপ্তানি বাজার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত ঐতিহ্যবাহী পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নে 'এক জেলা এক পণ্য' কর্মসূচী গ্রহণের ফলে নতুন নতুন পণ্য রপ্তানি ঝুঁড়িতে যোগ হচ্ছে। ইতোমধ্যে এই কর্মসূচীর আওতায় ৪১ (এক চল্লিশ)টি জেলায় ১৪ (চোদ্দ)টি পণ্যকে নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর পাশাপাশি সরকার প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে নগদ অর্থ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকার রপ্তানিকারক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগীতার পরিবেশ তৈরী এবং প্রতিযোগীতার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে সিআইপি (রপ্তানি) এবং জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করে যাচ্ছে। তাছাড়া, পণ্যপরিচিতি ও বহুমুখীকরণের জন্য নতুন নতুন বাজার অন্বেষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের একক মেলা আয়োজন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় বিদেশে ২৯টি আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করে ১৯১.০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি আদেশ লাভ করে।

৮.২.৫ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহঃ

গত ১৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে APTA 4th Ministerial Council অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত Ministerial Council-এ 'Second Amendment to the Asia-Pacific Trade Agreement' আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে APTA-এর সকল সদস্য দেশের বাণিজ্যমন্ত্রীগণ স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি, উল্লিখিত Ministerial Council-এ যোগদান করেন এবং দ্বিতীয় সংশোধনী স্বাক্ষর করেন। APTA-এর দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে ৪র্থ রাউন্ড নেগোসিয়েশন কার্যকর হলে শুল্ক সুবিধা প্রাপ্ত পণ্য সংখ্যা ৪,৬৪৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৬৭৭ হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে APTA-এর সদস্য দেশসমূহে বাংলাদেশের পণ্য অধিকতর শুল্ক সুবিধা এবং market access পাবে যার

ফলে এ অঞ্চলে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে। সকল সদস্য দেশের অনুসমর্থন (ratification) সাপেক্ষে দ্বিতীয় সংশোধনীর সিদ্ধান্তসমূহ অতিসত্বর কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়।

চীন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য অংশীদার। চীনের মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরকালে গত ১৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ চীনের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষে বাংলাদেশ-চীন যৌথ সমীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত "Memorandum of Understanding between the Ministry of Commerce of the People's Republic of China and the Ministry of Commerce of the People's Republic of Bangladesh on Launching the Joint Feasibility Study of China-Bangladesh Free Trade Agreement" MoU অনুসারে এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ্রহণ করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০১০ সালে ভারত সফরকালে সীমান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ, যাদের নিকটবর্তী কোন হাট বাজারে পণ্য কেনা-বেচার সুযোগ নেই তাদের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এর সুবিধা প্রদানের লক্ষে উভয় দেশের সীমান্তে বর্ডার হাট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ অক্টোবর ২০১০ তারিখে "বর্ডার হাট" স্থাপনের জন্য দু'দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুসারে এ পর্যন্ত চারটি বর্ডার হাট প্রতিষ্ঠিত ও চালু হয়েছে, যার সুফল জনগণ পাচ্ছে। এছাড়াও আরও ছয়টি বর্ডার হাট স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে। সমঝোতা স্মারকটিকে অধিকতর যুগোপযোগী করে কতিপয় সংশোধনীসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ০৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে পুনরায় স্বাক্ষর করা হয়েছে।

৮.২.৬ বাণিজ্য সংস্থা সৃষ্টিতে সহায়তাঃ

গত ৮ বছরে ২৫১ টি বাণিজ্য সংগঠন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। দেশে ২০০৯ সালে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১,৩২,৬৫৩ টি; ২০১৭ সালের জুনে তা দাঁড়িয়েছে ১,৯৪,৪৪৪ টিতে।

৮.২.৭ রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রাঃ

২০০৮-২০০৯ অর্থবৎসরে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল ১৫,৫৬৫ মিলিয়ন ডলার যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবৎসরে ৩৪,৮৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

৮.২.৮ বছরভিত্তিক রপ্তানি আয়ের বিবরণঃ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

অর্থবছর	মোট অর্জিত আয়	লক্ষ্যমাত্রা	রপ্তানি প্রবৃদ্ধি
২০০৮-২০০৯	১৫,৫৬৫.১৯	১৬,২৯৮.৪৩	(+) ১০.৩১%
২০০৯-২০১০	১৬,২০৪.৬৫	১৭,৬০০.০০	(+) ৪.১১%
২০১০-২০১১	২২,৯২৮.২২	১৮,৫০০.০০	(+) ৪১.৪৯%
২০১১-২০১২	২৪,৩০১.৯০	২৬,৫০০.০০	(+) ৫.৯৯%
২০১২-২০১৩	২৭,০২৭.৩৬	২৮,০০০.০০	(+) ১১.২২%
২০১৩-২০১৪	৩০, ১৮৬.৬২	৩০,৫০০.০০	(+) ১১.৬৯%
২০১৪-২০১৫	৩১,২০৯.০০	৩৩,২০০.০০	(+) ৩.৩৯%
২০১৫-২০১৬	৩৪,২৪২.৮২	৩৩,৫০০.০০	(+) ৯.৭২%
২০১৬-২০১৭	৩৪,৮৪০.০০	৩৭,০০০.০০	(+) ১.৬৯%

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ১৯৬টি দেশে ৭৪৪টি পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৩৪,৮৪০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে পণ্য খাতে ৩৭,৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও সেবা খাতে ৩,৫০০ মিলিয়ন মার্কিন

ডলারসহ সর্বমোট ৪১,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি লক্ষমাত্রা ধরা হ'বে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২০২১ সালে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬০,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। শুধু তৈরি পোশাক খাতে ৫০,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের উদ্দেশ্যে চীনের সহায়তায় মুন্সিগঞ্জ জেলার বাউশিয়াতে ৫৩০.৭৮ একর জমির ওপর ২,৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে অত্যাধুনিক গার্মেন্টস শিল্প পার্ক নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এতে ২৫৩টি কারখানায় ৩ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানসহ বছরে ৩-৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি আয় হবে। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বহুদেশে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা অর্জন করেছে।

৮.২.৯ অটোমেশনঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রুপকল্প-২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ কর্মসূচীর আওতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় অটোমেশন পদ্ধতি চালুর ফলে প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আসছে। এতে মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) কর্তৃক জিএসপি সার্টিফিকেট ইস্যু, দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত মেলায় অংশগ্রহণকারীদের আবেদন বাছাই ও নিষ্পত্তিকরণ, ঢাকা আন্তর্জাতিক মেলার সাথে সম্পৃক্ত কার্যাবলী, সিআইপি ও রপ্তানি ট্রফির আবেদন অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। অনলাইনের মাধ্যমে জিএসপি সনদ ইস্যুর ফলে জালিয়াতির ঘটনা রোধ হচ্ছে। ফলে রপ্তানি কার্যক্রমে জটিলতা পরিহার হচ্ছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) তে অনলাইনে বাণিজ্য মেলার অংশগ্রহণের অনুমতির আবেদন, সিআইপি ও রপ্তানি ট্রফির আবেদন গ্রহণের ফলে বাণিজ্য মেলা আয়োজন, সিআইপি নির্বাচন ও রপ্তানি ট্রফি প্রদান স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করা হচ্ছে। যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর হতে সকল প্রকার সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কর্তৃক রেডিকেল সার্ভিস প্রসেস সিমপ্লিফিকেশন (আরএসপিএস) পদ্ধতিতে খুচরা ও পাইকারি বাজার দর সংগ্রহ ও প্রকাশের জন্য সফটওয়্যার তৈরীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এটির কার্যক্রম সম্পন্ন হলে তা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হতে ৫৫ ধরণের সেবা স্টেইকহোল্ডারগণকে প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সকল সেবা অনলাইনে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Online Lincense Module (OLM) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। তাছাড়া, Smart Office Management System (SOMS) এর আওতায় সকল সেবা প্রত্যাশীদের সেবা এসএমএস এর মাধ্যমে সেবা অনুমোদনের জানানোর ফলে ঐ দপ্তরের কাজের গতিশীলতা এসেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও প্রাপ্ত অভিযোগের ফিডব্যাক প্রদান করে থাকে। তাছাড়া, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ সম্পর্কে সকল মোবাইল অপারেটর এর সাহায্যে এসএমএস এর মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে অবগত করানো হচ্ছে। অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনা Grievance Redress System (GRS) অন-লাইনে প্রদানের ফলে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে গতিশীলতা আসছে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য অনলাইনের (Thomson Reuters Eikon) মাধ্যমে সংগ্রহ করে তা চাহিদা অনুযায়ী প্রতিদিন মন্ত্রণালয় এবং গ্রাহকদের মাঝে বিতরণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশের ফলে ভোক্তাগণ পণ্যের মূল্য সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন। ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে পেতে বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল চালু করা হয়েছে, এর ফলে বাণিজ্য তথ্য ভান্ডার উন্মুক্ত হয়েছে।

৮.২.১০ বিনিয়োগঃ

দেশীয় উৎপাদনকারীদের রপ্তানি সক্ষমতা তৈরী এবং আন্তর্জাতিক মানের পণ্য উৎপাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য চীন সরকারের সহায়তায় ৭৯৬ কোটি ১ লাখ টাকা ব্যয়ে পূর্বাচল উপ-শহরে ২০ একর জমিতে একটি স্থায়ী মেলা কেন্দ্র ''বাংলাদেশ-চীন এক্সিজিবিশন সেন্টার'' নির্মাণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে শেরে-বাংলা নগরের আগারগাঁওস্থ প্রশাসনিক এলাকায় ১ (এক) একর জমিতে একটি স্থায়ী রপ্তানি হাউজ নির্মাণ করা হচ্ছে।

৮.২.১১ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ক্ষেত্রে (WTO) তে অর্জনঃ

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) এর সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে ৯৪ তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ডব্লিউটিও'র ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট অনুসমর্থন করে - যা গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য দেশ কর্তৃক অনুসমর্থনের মাধ্যেমে কার্যকর হয়েছে। এ এগ্রিমেন্টের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বব্যাপি উন্নত ও আধুনিক ট্রেড ফেসিলিটেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এগ্রিমেন্টটি বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশের আমদানি, রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত কর্মকান্ডের সময় ও ব্যয় হ্রাস পাবে। ফলে, পরোক্ষভাবে রপ্তানি বাণিজ্যকে ত্বরান্বিত করতে কার্যকরি ভূমিকা রাখবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেলের সমন্বয়ে গত ১৭ মে ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার তৃতীয় টিকফা কাউন্সিল সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বাণিজ্য সচিব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সেই দেশের সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি। উক্ত কাউন্সিল সভায় দুই দেশের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬টি আর্ন্তজাতিক সংস্থার (ডব্লিউটিও, আংকটাড, আইটিসি, ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ) যৌথ উদ্যোগে সৃষ্ট ডব্লিউটিও'র Enhanced Integrated Framework (EIF) কর্মসূচীর আওতায় Diagnostic Trade Integration Study (DTIS) সম্পন্ন করা হয়। এ স্টাডির মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক এ্যাকশন মেট্রিক্স প্রণয়ন করা হয়। তাছাড়া, সেবা খাতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (Preferential Market Access) প্রদানের ক্ষেত্রে প্রদত্ত Waiver এর মেয়ার ২০৩০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

WTO-তে স্বল্পোন্নত দেশসমূহ (LDC) এর কো-অর্ডিনেটর হিসেবে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৪র্থ বারের মত দায়িত্ব পায় এবং দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে । এতে বিশ্ব বাণিজ্য অঙ্গনে বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ডব্লিউটিও'র নেগোশিয়েশনে আরো জোরালো ভাবে উত্থাপন সহজ হয়েছে। বাংলাদেশের যোগ্য নেতৃত্বে WTO'র ট্রিপস চুক্তির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০৩২ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধির ফলে ঔষধ রপ্তানি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য, এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে শুধু বাংলাদেশই বিশ্বমানের ঔষধ উৎপাদন এবং চাহিদা মোতাবেক রপ্তানি করতে সক্ষম। ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণে পথনক্সা তৈরী করা হয়েছে।

৮.২.১২ ভোক্তা অধিকারঃ

ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯' প্রণয়ন করা হয়। এ আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরকে কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৮ (আট) টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৬৪টি জেলায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে এ আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং ভোক্তা সাধারণ আইনের সুফল পেতে শুরু করেছেন। এখন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠনের কাজ চলছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের আওতায় বিভিন্ন অপরাধে ১১,০৩৪ টি প্রতিষ্ঠানকে ৬,৬৯,০৯,৫২০.০০ (ছয় কোটি উনসত্তর লক্ষ নয় হাজার পাঁচশত বিশ) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া, ভোক্তা সাধারণের নিকট হতে প্রাপ্ত ৫,৯৬৩টি অভিযোগের মধ্যে ৫,৫১৭টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ভোক্তা অধিকার বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জনসাধারণের মাঝে ১,০৫,৫৯৪টি পোস্টার, ৩,০৪,২৮৪টি প্যাম্পলেট ও ৩,৭১,০১৩টি লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ফলে খাদ্য দ্রব্যে বিষাক্ত রাসায়নিক মিশ্রণসহ বিভিন্ন অপরাধ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

৮.২.১৩ চা উৎপাদনঃ

সরকারের নানাবিধ পদক্ষেপের কারণে বিগত ০৮ বছরে দেশে চা উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৮ সালে দেশে চায়ের উৎপাদন ছিল মাত্র ৫৮.৬৬ মিলিয়ন কেজি। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৬৭.৫৯ মিলিয়ন কেজি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭৪.০০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন হয়েছে। চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি সম্প্রসারণ ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর জন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে চা শিল্পের বিদ্যমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সমুহ চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষে 'বাংলাদেশের চা-শিল্প উন্নয়নের পথ নকশা' শীর্ষক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বৃহত্তর পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, দিনাজপুর এবং নীলফামারী জেলায় ৫০০ (পাঁচশত) হেক্টর জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৪৯৭.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Northern Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প, লালমনিরহাট জেলায় ১০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য ৪৪৬.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat" শীর্ষক প্রকল্প এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ৯৯৯.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক একটি প্রকল্প কার্যক্রম অব্যাহত আছে। উল্লিখিত প্রকল্প ও পথনকশা বাস্তবায়নের ফলে ২০২১ সাল নাগাদ চা শিল্পের উন্নয়নে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।

৮.২.১৪ বাণিজ্য মেলাঃ

বিদেশী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের সাথে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান, মোড়কজাতকরণ এবং মূল্যের তুলনামূলক বৈশিষ্ট ও আর্ন্তজাতিক বাজারে বাংলাদেশী পণ্য টিকে থাকার লক্ষ্যে প্রতিবছর ঢাকায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় 'ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশি প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শিত পণ্যের সাথে তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণাগুণ, মূল্য এবং প্যাকেজিং ইত্যাদি বিষয়ে তুলনা করার সুযোগ পায়। ফলে স্থানীয় উৎপাদনকারীগণ কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের তুলনামূলক সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে সে বিষয়ে অবগত হতে সক্ষম হয়। এ ছাড়া এ মেলার মাধ্যমে স্থানীয় উৎপাদনকারীগণ তাদের নতুন সেবা এবং পণ্য একই জায়গায় অধিক সংখ্যক ভোক্তাদের নিকট উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়ে থাকে।

২০১০ সালে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা থেকে রপ্তানি আদেশ পাওয়া গেছে ২২.৮৬ কোটি টাকা এবং ২০১৭ সালে ২০টি দেশে ৪৮টি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে দেশি বিদেশী সর্বমোট ৫৮৭টি প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করে। উক্ত মেলায় ২৪৩.৪৪ কোটি টাকার রপ্তানি আদেশ পাওয়া গেছে, যা গতবারের তুলনায় ৮ কোটি টাকারও বেশি।

(৯) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত ঃ

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরব্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে।

(১০) উৎপাদন বিষয়ক ঃ

কৃষি/শিল্প পণ্য, সার, জ্বালানি ইত্যাদি ঃ

মন্ত্রণালয়ের নাম	পণ্যের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৬-১৭) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৬-১৭) প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার	দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার কত শতাংশ মেটানো যাচ্ছে	পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে (২০১৫-১৬) উৎপাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	চা	৬৭.৫৯ মিলিয়ন কেজি	৭৪.০০ মিলিয়ন কেজি	১০৯.৪৮%	৯৪	৭৬.৬৪ মিলিয়ন কেজি

(১১) আমদানি ও রপ্তানির পরিসংখ্যান ঃ

আইটেম	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৬-১৭)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৫-১৬)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-)
১	২	৩	৪
১। আমদানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (জুলাই ২০১৬—জুন ২০১৭)	৪৩,৫০০.০০	৪০,৭২০.০০	+৬.৮৩%
২। ই,পি,বি-এর তথ্যানুযায়ী রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (জুলাই ২০১৬—জুন ২০১৭)	৩৪,৮৪০.০০	৩৪,২৮৪.৮২	+১.৬৯ %

(১২) উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত) ঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
০৭টি	৩৬৬.৯০	৩৫৮.৫৪ (৯৭.৭৪%)	১০

(১৩) প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত) ঃ

শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১	২	৩	৪
০১টি	০১টি	-	-

স্বাঃ
(শুভাশীষ বসু)
সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়